আল্লাহ্‌র মহানত্ব

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
ওয়া আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন
সায়্যিদুল আউয়ালিন ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্‌, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্‌,
মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা, মাদাদ ইয়া শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী,
শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

মানবজাতি নিজেদের বড় ভাবে। আল্লাহ্‌ (আযযা ওয়া জাল্লা) আমাদের উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর হাদিস, 'আল্লাহ্‌ (জাঃজাঃ) উনার মু'মিন বান্দাদের কাবা থেকেও বেশী মূল্যবান মনে করেন।' কিন্তু ঈমানহীন মানুষের কোন দাম নেই। আল্লাহ্‌র মহত্ত্বের সামনে আমরা কিছুই নই। আমরা সবাই শূণ্য। কিন্তু আল্লাহ্‌ (আযযা ওয়া জাল্লা) উনার মু'মিন বান্দাদের মূল্য দেন।

'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' মানে হচ্ছে আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা আল্লাহ্‌র যতই প্রশংসা করি তা যথেষ্ঠ নয়। আমাদের জানা উচিত যে সবকিছুই আল্লাহ্‌ (জাঃজাঃ) হতে আসে এবং তিনি সবকিছুতেই আমাদের সাথে আছেন। কিন্তু মানুষেরা উনাকে ভূলে যায়। তারা কখনো কখনো স্মরণ করে। যে জিনিসটি আমাদের কখনোই অন্তর থেকে ত্যাগ করা উচিত নয় তা হচ্ছে আল্লাহর যিকির। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে এবং প্রতিটি নিশ্বাসে যিকির করা উচিত।

আল্লাহ্‌ আমাদের বহু নিয়ামাত দান করেছেন। তিনি আমাদের এত বেশী মূল্য দেন যে তিনি বলেন, 'আমার মুমিন বান্দারা কাবা শারীফ থেকেও বেশী মূল্যবান।' এটি একটি পরম দান এবং পরম সম্মান।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

মানবজাতির কথা বাদই দিলাম, পুরো বিশ্বটি সৃষ্টিজগতের সামনে দেখতে একটি ধূলিকণার সমানও নয়। বিশ্বের কথা বাদই দিলাম, পুরো সৌরজগৎটিও এই মহাবিশ্বে একটি ধূলিকণার সমান নয়। তোমরা তা মাপার চেষ্টা করো 'এটা এরকম সেরকম' বলে। মানুষকে তার সীমা জানতে দাও। তারা যেন আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) দিকে ফিরে এবং বিশ্বাস করে। যারা বিশ্বাসী তাদের মূল্য অপরিসীম। সবসময় এই মূল্য জানা এবং স্মরণ রাখা আমাদের দায়িত্ব। মানবজাতি ভাবে যে তারা পৃথিবীতে এসে কিছু করছে আর তাতে সবার খুব উপকার হয়ে যাচ্ছে। সত্যি উপকার হয় শুধুমাত্র ঈমান রক্ষা করায় এবং আল্লাহ্‌কে (জাঃজাঃ) বিশ্বাস করায়।

আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) নিজস্ব সত্তা নিয়ে তোমরা কখনো চিন্তাও করতে পারবে না! আল্লাহ্‌ (জাঃজাঃ) উনার কাজ এবং সৃষ্টির মাধ্যমে উনার মহত্ত্ব আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। সমস্ত মহাবিশ্ব এবং সৃষ্টিজগতের সবকিছুকে তিনি কত সুন্দর নিয়মে তৈরী করেছেন। অমুসলিমরাও দেখে তাজ্জব হয়ে যায়। তারা কিছুই বুঝতে পারে না। তারা শুধু বই পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত যেখান থেকে শুরু করেছিল অসহায়ভাবে আবার সেখানেই ফিরে আসে। আল্লাহ্‌ (জাঃজাঃ) এতই মহান।

আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) এত বিশাল মহানত্ব থাকতে আমরা কারও সামনে লজ্জাবোধ করব না। অনেক মুসলিম লজ্জাবোধ করে এবং নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয় না। যারা আল্লাহ্‌কে (জাঃজাঃ) বিশ্বাস করে না তাদেরই লজ্জা পাওয়া উচিত। তাদের লজ্জা পেতে দাও। তাদের লজ্জা পেতে দাও এবং ভয় পেতে দাও। আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া যে ঈমানের এই নিয়ামাত আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিৎ।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল

৬ জানুয়ারী ২০১৫ / ২৬ রাবিউল আউয়াল ১৪৩৭ আকবাবা দারগাহ, ফজর নামায।